দি মানি মাস্টার্স

মূল - উইলিয়াম টি স্টিল

প্যাট্রিক কারম্যান

অনুবাদ - মোহাইমিন পাটোয়ারী

আলামিন

১ ফেডারেল রিজার্ভ 3
২ মানি চেঞ্জার 9
৩ রোমান সাম্রাজ্য 10
৪ স্বর্ণকার 10
৫ ট্যালি স্টিক 13
৬ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড 15
৭ রথসচাইল্ডদের উত্থান 17
8. আমেরিকান বিপ্লব 20
৯ দি ব্যাংক অব নর্থ আমেরিকা 22
১০ সাংবিধানিক সম্মেলন 23
১১ ফার্স্ট ব্যাংক অব নর্থ আমেরিকা 25
১২ নেপোলিয়নের উত্থান 27
১৩ ফার্স্ট ব্যাংকের মৃত্যু 29
১৪ ওয়াটারলুর যুদ্ধ 30
১৫ সেকেন্ড ব্যাংক অব আমেরিকা 32
১৬ এন্ড্রু জেকসন 33
১৭ আব্রাহাম লিংকন 38
১৮ স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থার আগমন 46
১৯ রুপা মুক্তকরণ 51
২০ জেপি মরগ্যান এবং অর্থনৈতিক মন্দা 53
২১ জেকিল দ্বীপ 56
২২ ফেডারেল রিজার্ভ আইন ১৯১৩ 62
২৩ প্রথম মহাযুদ্ধ 69
২৪ মহামন্দা 72
২৫ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 79
২৬ আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংক 85
২৭ উপসংহার 90
২৮ সমাধান 91

আমেরিকার অর্থ বাজারে আজ কী ঘটছে? কেন আমরা আকণ্ঠ ঋণে ডুবে আছি? কেন রাজনীতিকেরা ঋণের লাগাম টেনে ধরতে পারছে না? সাধারণ মানুষ খেটে একাকার হয়ে গেলেও কেন মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতেই হিমশিম খাচ্ছে? মার্কিন অর্থনীতি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান কোনদিকে এগোচ্ছে?

এদিকে টাকার ক্রয়ক্ষমতা যত কমছে, 'মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল' আছে বলে সরকারি প্রচারণা তত বাড়ছে! এইতো কেবল এক প্রজন্ম আগেই চার আনায় আস্ত একটা রুটি জুটে যেতো এবং দুহাজার ডলার গুণলেই মিলতো নতুন গাড়ি। (আর এখন!)

বস্তুত, আমাদের সমস্যা হচ্ছে ১৮৬৪ সাল থেকে আমরা 'ঋণভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা' নামক এক ইন্দ্রজালে ফেঁসে গেছি। আমরা বুঝতে পারছি না যে আমাদের হাতে থাকা প্রতিটি ডলার আদতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের নেওয়া ঋণের টাকা। তাই সকল ডলার শূন্যে মিলিয়ে দেওয়া ছাড়া সরকারকে আমরা ঋণমুক্ত করতে পারবো না। এই ঋণভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার সংস্কার ব্যতীত 'জাতীয় ঋণ' পরিশোধ করার চেষ্টা মহাশূন্যে ঘুড়ি ওড়াতে চাওয়ার মতোই একটি ব্যর্থ প্রয়াস। কাজেই, জাতীয় ঋণ দিনদিন কী হারে বাড়ছে তা নিয়ে অরণ্যে রোদন নয়, বরং একমাত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার ঘটানোর মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান নিহিত।

১ ফেডারেল রিজার্ভ

ফেডারেল রিজার্ভের সদরদপ্তর ওয়াশিংটন ডিসির কনস্টিটিউশন এভিনিউতে লিংকন মেমোরিয়ালের পাশে অবস্থিত। এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এর অবস্থান দেখে যেকেউ মনে করবে এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, আসলেই কি এটি কেন্দ্রীয় সরকারের (Federal) প্রতিষ্ঠান? আসলেই কি এটি মার্কিন সরকারের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ?

শুনতে অবাক লাগলেও, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের "কেন্দ্রীয়" কথাটা আসলে ফাঁকা বুলি বই আর কিছু নয়। এই ব্যাংকে আদতে রিজার্ভ বা তহবিল বলতে কিছুই নেই। 'নতুন কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনস্বার্থে কাজ করবে' এই আশ্বাস মার্কিন জনমনে গেঁথে দেওয়ার জন্যেই ১৯১৩ সালে 'কেন্দ্রীয় রিজার্ভ আইন' পাশের ঠিক পূর্বে ব্যাংকটির এমন নামকরণ করা হয়, যা ছিল কেবল একটি পরিকল্পিত ছলনা। আসল কথা

হলো: ফেডারেল রিজার্ভ একটি নিরেট বেসরকারি ব্যাংক যার স্বত্বাধিকারী কতিপয় বেনামি ব্যক্তি এবং ব্যাংকটি একান্তই ঐ শেয়ারমালিকদের স্বার্থে কাজ করে, জনস্বার্থে নয়।

অর্থনীতিবিদ হেনরি প্যাসকে এ সম্বন্ধে বলেন, "এটা একেবারেই ঠিক যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি বেসরকারি-মালিকানাধীন মুনাফাখোর আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার রিজার্ভ বা তহবিলের থলে শূন্য। দুঃসময়ে ফেডারেল রিজার্ভ নোটকে বা আমাদের দেশের মুদ্রাকে ব্যাক আপ দেওয়ার মত কিছুই নেই এর তহবিলে।"

অর্থনীতিবিদ ও লেখক ল্যারি বেটস বলেন, "হ্যাঁ, যথার্থই। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক আদতে কেন্দ্রীয় তো নয়-ই, এর তহবিলও সন্দেহজনক। এটি একটি বেসরকারি ব্যাংক যা পরিহাসমূলকভাবে তার অধীনস্থ সদস্য ব্যাংকসমূহেরই মালিকানাধীন, এবং ১৯১৩ সালে ব্যাংকটি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের ছত্রছায়া পেয়ে অনুমোদন লাভ করেছে।

ফেডারেল রিজার্ভ মার্কিন সরকারের কোনো অংশ কি না তা নিয়ে যদি এখনও সন্দেহ থাকে, তাহলে আপনার স্থানীয় টেলিফোন বইটা একবার দেখে নিন।

অধিকাংশ শহরগুলোতে, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম্বার সংক্রান্ত নীল পৃষ্ঠাগুলো'র তালিকায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নাম নেই। বরং (কুরিয়ার সার্ভিস) ফেডারেল এক্সপ্রেসের (FedEx) মতো বেসরকারি কোম্পানির সাথে সাদা পৃষ্ঠাগুলো'তে এর নাম লেখা আছে।[1] আরও সোজাসুজি বলতে গেলে, মার্কিন আদালত বারবার রায় দিয়েছে যে ফেডারেল রিজার্ভ একটি বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু এই সবকিছু সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো বিহিত করতে পারছে না কেন? এর উত্তর হলো: কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই অর্থ ব্যবস্থার কিছুই বোঝে না, আর যে ক'জন বোঝে তারা মুখ খুলতে ভয় পায়। উদাহরণস্বরূপ, শুরুর দিকে শিকাগোর এক প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্য আমাদের সাথে এই বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পরপর দুইবার সাক্ষাৎকার নিতে তার কাছে গেলে তিনি কৌশলে এড়িয়ে যান এবং সবশেষে সাক্ষাৎকার দিতেই অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তবু গুটিকয়েক নির্ভীক কংগ্রেস সদস্য সময়ে সময়ে এই ব্যাপারে বলিষ্ট কণ্ঠে বক্তব্য রেখেছেন। এমন তিনজনের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১৯২৩ সালে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের রিপাবলিকান নেতা ও রিপ্রেসেন্টেটিভ চার্লস এ. লিন্ডবার্গ, (বিখ্যাত বৈমানিক চার্লস লিন্ডবার্গের পিতা), এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

[1] আমেরিকাতে ফোন বুকে নীল পৃষ্ঠাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম ও নাম্বার এবং সাদা পৃষ্ঠাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম ও নাম্বার তালিকাভুক্ত করা হয়।

“The financial system … has been turned over to … the Federal Reserve Board. That board administers the finance system by authority of … a purely profiteering group. The system is private, conducted for the sole purpose of obtaining the greatest possible profits from the use of other people’s money.”
—Rep. Charles A. Lindberg (R-MN)

"অর্থ ব্যবস্থাকে 'ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই বোর্ডটি মুনাফাখোর গোষ্ঠীর ইচ্ছা অনুযায়ী সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য লোকেদের গাঁটের টাকা ব্যবহার করে নিজেদের সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করা।"

ফেডারেল রিজার্ভের স্পষ্টবাদী সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কংগ্রেসেম্যান লুই টি. ম্যাকফেডেন যিনি একাধারে পেনসিলভানিয়ার রিপাবলিকান নেতা এবং 'হাউজ ব্যাংকিং এন্ড কারেন্সি কমিটি'র চেয়ারম্যান। ১৯৩২ সালে তিনি বলেন:

“We have in this country one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer to the Federal Reserve Board…. This evil institution has impoverished … the people of the United States … and has practically bankrupted our Government. It has done this through … the corrupt practices of the moneyed vultures who control it.”
—Rep. Louis T. McFadden (R-PA)

❝ আমাদের দেশে পৃথিবীর ইতিহাসের নিকৃষ্টতম প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি দম্ভভরে কার্যক্রম চালাচ্ছে। আমি ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের কথাই বলছি.....এই বদমাশ প্রতিষ্ঠান মার্কিন জনগণকে নিঃস্ব করে দিয়েছে.....এবং এর নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে থাকা অর্থলিপ্সু শকুনদের অসৎবৃত্তির ফলে সরকার আজ কার্যত দেউলিয়া হয়ে গেছে। ❞

— রিপাবলিকান লুইস টি. ম্যাকফেডেন

সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার বরাবরের মতোই ফেডারেল রিজার্ভের সমালোচনা করে বলেন:

❝অধিকাংশ মার্কিন জনগণ আন্তর্জাতিক ঋণদাতাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান রাখে না.....অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে এই ফেডারেল রিজার্ভের হিসাবনিকাশের ফিরিস্তি এখন পর্যন্ত একবারও নিরীক্ষিত (audited) হয়নি, খোলাখুলিভাবে বললে হতে দেওয়া হয়নি। কারণ, এর কার্যক্রমের উপর

কংগ্রেসের কোন মাতব্বরি খাটে না। এভাবেই, পর্দার আড়ালে থেকে প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। ❞

— সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটার

লেখক ও অর্থনীতিবিদ ল্যারি বেটস বলেন, "যদিও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সরকারের কোন অংশ নয়, কিন্তু এটি খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতেও প্রভাবশালী। এমনকি রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস ও মার্কিন আদালতের চাইতেও এটি অধিকতর শক্তিধর। অনেকেই কথাটি মানতে চান না। কথাটির প্রমাণে বলতে হয়: একজন সাধারণ মানুষের গাড়ির কিস্তি কত হবে সেটা ফেডারেল রিজার্ভ নির্ধারণ করে দেয়; তার বাড়ির কিস্তি (বা মর্গেজ) কত হবে সেটাও ফেডারেল রিজার্ভ নির্ধারণ করে দেয়, তার চাকরি থাকবে কি থাকবে না, তাও ফেডারেল রিজার্ভের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। আমার মতে, এটি পরম ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ফেডারেল রিজার্ভ মার্কিন সরকারের সবচেয়ে বড় ঋণদাতা। প্রবাদে তো বলেই: ঋণগ্রহীতা হলো ঋণদাতার ক্রীতদাস।

সংবিধান তৈরির দিন থেকে আজ পর্যন্ত মার্কিন ডলার ছাপানোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লড়াই চলে এসেছে এবং এই লড়াই চালিয়ে এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থার মুনাফাখোর গোষ্ঠীরা। রাষ্ট্রপতি ম্যাডিসন এদেরকেই 'মানি চেঞ্জার্স' নামে আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু অর্থ ইস্যুকরণের ক্ষমতা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিষয়টি বুঝতে চিন্তা করুন - টাকা হলো একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এটি এমনই প্রয়জনীয় দ্রব্য যে প্রত্যেকেরই তা দরকার। কিন্তু এর সরবরাহ সীমিত। তাই টাকার উৎপাদনের উপর একচেটিয়া দখল যার আছে, সে অপরিসীম মুনাফা অর্জন করতে পারবে। তার পাশাপাশি রাজনীতির মাঠও থাকবে তার নিয়ন্ত্রণে। এজন্যই টাকা ছাপানোর ক্ষমতা অর্জনের পিছে এতো লড়াই সংগঠিত হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস জুড়ে এই ক্ষমতার বারবার পালাবদল হয়েছে কংগ্রেস ও বেসরকারি ব্যাংকারদের মধ্যে।

বেসরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বদমাশি (evil) সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা শুরু থেকেই সজাগ ছিলেন। তারা দেখেছিলেন, বেসরকারি মালিকানাধীন ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, Bank of England, কীভাবে ইংরেজদেরকে জাতীয় ঋণে আপাদমস্তক জর্জরিত করে ফেলেছিল, এবং এর ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মার্কিন উপনিবেশগুলোর উপর অন্যায্য কর আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিল।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন দাবি করেছিলেন: মার্কিন বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার নেপথ্যে এটিই ছিল আসল কারণ। আমেরিকার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা পিতাই ব্যাংকব্যবস্থার সম্ভাব্য সমস্যা ধরতে পেরেছিলেন এবং আশঙ্কা

করেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে ব্যাংকাররা সমস্ত সম্পদ ও শক্তি পুঞ্জিভূত করে ফেলবে।[2]

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেফারসন বলেন:

“I sincerely believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people to whom it properly belongs.”
—Thomas Jefferson

“আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি: আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যাংকব্যবস্থা আক্রমণাত্মক সৈন্যবাহিনীর চেয়েও বিপদজনক। টাকা ছাপানোর ক্ষমতা ব্যাংকের হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করে জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, কারণ তারাই এর ন্যায্য দাবিদার।”

বস্তুত, আজকের সকল অর্থনৈতিক মুসিবত থেকে জেফারসনের এই চুম্বক মন্তব্যটিই পারে আমাদেরকে উদ্ধার করতে। তাই, তার এই কথাটি বারবার উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে যে– টাকা ছাপানোর ক্ষমতা ব্যাংকের হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করে জনসাধারণের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

সংবিধানের প্রধান প্রণেতা জেমস ম্যাডিসনও এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেন। এমনকি তিনিই কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে থাকা অনুঘটকদের 'মানি চেঞ্জার' নাম দেন। ম্যাডিসন তাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন:

“History records that the money changers have used every form of abuse, intrigue, deceit, and violent means possible to maintain their control over governments by controlling money and its issuance.”
—James Madison

“ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে যে 'মানি চেঞ্জার'রা সরকারের হাত থেকে টাকা ছাপানোর অধিকার ছিনিয়ে নিতে সম্ভাব্য সব ধরনের অন্যায়, ষড়যন্ত্র, ছলনা ও সহিংসতা অবলম্বন করেছে।”

— জেমস ম্যাডিসন

টাকা ছাপানোর অধিকার নিয়ে চলমান লড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক বিরাট অধ্যায়। এ নিয়ে সংঘটিত হয়েছে বহু যুদ্ধ; বারবার সৃষ্টি করা হয়েছে কৃত্রিম মন্দা। কিন্তু সংবাদপত্রে ও ইতিহাসের পুস্তকে এই লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় না। মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই চল শুরু

[2] ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য বইতে এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

হয়েছে। কিন্তু কেন? এর কারণ হচ্ছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে হতে, প্রবল প্রতাপশালী 'মানি চেঞ্জাররা' অধিকাংশ সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। টাকা ছাপানোর ক্ষমতা ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের পর কমপক্ষে আটবার হাতবদল হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদলেহী মিডিয়া কৃত্রিম ধোঁয়াশা তৈরি করে এই ব্যাপারটিকে অর্ধ শতাব্দী ধরে চোখের আড়ালে রেখেছে।

যতদিন পর্যন্ত না আমরা 'সরকারী ব্যয় ও বাজেট ঘাটতি'র আলাপ বাদ দিয়ে টাকা নিয়ন্ত্রণকারীদের ব্যাপারে মনোযোগী হবো, ততদিন আমরা এক দৃশ্যমান ছলনার ইন্দ্রজালে বসবাস করতে থাকবো। এমনকি, বাজেটে ভারসাম্য আনতে সংবিধানের ইস্পাত কঠিন সংশোধন সম্পন্ন করলেও কোন লাভ হবে না। আমাদের অবস্থা কেবল খারাপ থেকে খারাপ হতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না আমরা প্রকৃত সমস্যাটির মূলোৎপাটন করছি।

আমাদের এই জাতীয় সমস্যার সমাধান কী? সর্বপ্রথম কর্তব্য— শিক্ষা। বইটি সেই উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। টাকা ইস্যু করার ক্ষমতা আমাদের নিজেদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এই ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা কোন উদ্ভট চিন্তা নয়। জোর দিয়ে এ কথাটি আমি বলতে চাই।

কারণ, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, থমাস জেফারসন, অ্যান্ড্রো জ্যাকসন, মার্টিন ভ্যান বুরেন এবং আব্রাহাম লিংকনের মতো রাষ্ট্রনায়করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস জুড়ে এই সমাধানটিই প্রস্তাব বারবার করে গেছেন। মোদ্দা কথা এই— ১৯১৩ সালে কংগ্রেস ছলনা বলে প্রতিষ্ঠিত এক বেসরকারি ব্যাংকের হাতে ডলার ইস্যু করার একচেটিয়া কর্তৃত্ব তুলে দেয় এবং বর্তমানে সেই প্রতিষ্ঠানের তৈরি ঋণের চোরাবালিতে পড়েই মার্কিন অর্থনীতির সংকটাপন্ন অবস্থা / ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা।

আজকের দিনে এই ফেডারেল রিজার্ভই বিশ্বের সবচে শক্তিশালী ব্যাংক। তবে পিছনে ফিরে তাকালে এর পূর্বসূরিদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। চলুন জানা যাক এর উৎপত্তি কোথায়। এর জন্য প্রথমে আমাদেরকে ইতিহাসের বইয়ে চাপা পড়া অতীতের ইউরোপে ফিরে যেতে হবে।

২ মানি চেঞ্জার

জেমস ম্যাডিসনের কথায় উঠে আসা এই 'মানি চেঞ্জারর্স' কারা? বাইবেলে আছে– ঈসা আ. এই মানি চেঞ্জারদেরকে দুহাজার বছর পূর্বে তৎকালীন উপাসনালয়গুলো থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে কেবল ঐ একবারই কঠোর হয়েছিলেন। কিন্তু উপাসনালয়ে তারা কী এমন করেছিল যে

স্বয়ং ঈসা আ. রাগান্বিত হয়ে তাদের বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

তখনকার দিনে জেরুজালেমের ইহুদীরা টেম্পল ট্যাক্স বা 'উপাসনালয় কর' দিত। অর্ধ-শেকেলের বিশেষ এক ধরণের মুদ্রা দিয়ে তারা সেই কর পরিশোধ করতো। আকারে চার আনা কয়েনের সমান মুদ্রাটি ছিল দুই আউন্স নিখাদ রৌপ্য দিয়ে তৈরি। ঐ সময়ে এটিই ছিল প্যাগান সম্রাটের প্রতিকৃতি বিহীন একমাত্র খাঁটি রুপার মুদ্রা। তাই, ইহুদি সম্প্রদায় মনে করতো: প্যাগান সম্রাটের প্রতিকৃতি বিহীন এই মুদ্রাই ঈশ্বরের নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য মুদ্রা। কিন্তু এই মুদ্রার জোগান ছিল সীমিত। কারণ মানি চেঞ্জাররা এর বাজার কোণঠাসা করে রেখেছিল। অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতো তারা মুদ্রাটির সরবরাহ কমিয়ে দাম তুঙ্গে রাখতো। এভাবে অর্থের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে মানি চেঞ্জাররা মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা আত্মসাৎ করে নিতো। এই মুদ্রার বিনিময়ে তারা ইহুদিদের নিকট যাচ্ছেতাই দাবি করে বসত। এদের বিরুদ্ধেই ঈসা আ. কঠোর হন।

৩ রোমান সাম্রাজ্য

অর্থ পরিবর্তনের এই খেলার সূচনা ঈসা আ. এর জীবদ্দশায় হয়নি। তাঁর জন্মের দুইশত বছর আগেই মানি চেঞ্জারদের উপদ্রবে রোমান সাম্রাজ্য অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। শুরুর দিকের দুজন রোমান সম্রাট আইন সংস্কার করে জমির মালিকানা ৫০০ একরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে 'মানি চেঞ্জার'দের ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু, তাদের দুজনই আততায়ীর খঞ্জরের ঘায়ে প্রাণ হারায়। অতঃপর, জুলিয়াস সিজার ক্ষমতায় আসলে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮ অব্দে সবার মঙ্গলের স্বার্থে মুদ্রা প্রচলনের কর্তৃত্ব মানি চেঞ্জারদের হাত থেকে বাজেয়াপ্ত করে তিনি টাঁকশালে সরাসরি মুদ্রা তৈরি করা শুরু করেন। তার এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে বাজারে পাহাড়ি ঢলের মতো অর্থের জোগান আসতে থাকে, যা দিয়ে তিনি অসংখ্য গণপূর্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। অর্থের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি করে সিজার জনসাধারণের মন জয় করে নেন। কিন্তু তার এসব পদক্ষেপ মানি চেঞ্জারদের মনকে বিষিয়ে তোলে। অনেকেই বিশ্বাস করেন সিজারকে হত্যা করার নেপথ্যে এটি একটি অন্যতম কারণ। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, সিজারের প্রয়াণের সাথেসাথে রোমান অর্থনীতিতে অর্থের প্রবাহ সংকুচিত হতে থাকে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে করের হার ও দুর্নীতি। আজকের যুক্তরাষ্ট্রের মতো তখনকার রোমান সাম্রাজ্যেও মুদ্রার অবমূল্যায়ন ও সুদখোরির ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে রোমান অর্থনীতিতে তারল্যের প্রবাহ ৯০% কমিয়ে দেয় মানি চেঞ্জাররা। ফলে, সাধারণ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে, (আমেরিকায় যা অতিশীঘ্র ঘটতে যাচ্ছে)। অর্থের ঢলে ভাটা পড়ার সাথেসাথে রোমান সরকারের উপর জনগণের আস্থাহীন হয়ে পড়ে এবং তারা সরকারকে সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে রোম অন্ধকার যুগের এক অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়।

যীশু খ্রিস্টের মৃত্যুর সহস্রাব্দ পর মধ্যযুগের ইউরোপে 'মানি চেঞ্জাররা' আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠানিকভাবে কেবল তারাই ঋণ দিতো এবং নিজেদের সুবিধামতো বাজারে অর্থের প্রবাহ বা জোগান নিয়ন্ত্রণ করতো। বস্তুত, তারা এতটাই তৎপর ছিলো যে সংঘবদ্ধ হয়ে সমগ্র ইংরেজ অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখত। তবে এসব প্রভাবশালী লোকেরা কখনো সেই অর্থে ব্যাংকার ছিল না; কার্যত তারা ছিল স্বর্ণকার সম্প্রদায়। তাদেরকে 'প্রাচীনতম ব্যাংকার' নামে আখ্যায়িত করলেও 'অত্যুক্তি' হবে না। কারণ, তারাই প্রথম নিরাপদে রাখার শর্তে সাধারণ মানুষের সোনাদানা জমা রাখা শুরু করে। এসব মূল্যবান সামগ্রী জমা রাখার বিপরীতে তারা এক প্রকার রশিদ দিত যা সময়ের পরিক্রমায় পশ্চিম ইউরোপে কাগজি মুদ্রা হিসেবে প্রচলন লাভ করে। দেখা যায়, অল্পদিনেই এসব কাগজি মুদ্রা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে কেননা ধাতব মুদ্রা বহন করার চেয়ে কাগজি মুদ্রা বহন করা সুবিধাজনক ছিল। এভাবে সময়ের সাথে সাথে স্বর্ণকাররা বুঝতে শুরু করে যে, যেকোনো নির্দিষ্ট সময়ে খুব কম লোকই রশিদ ফেরত দিয়ে তাদের থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করতে আসছে। অর্থব্যবস্থার এমন একটি ছিদ্র চিনে ফেলে তারা একে কাজে লাগানোর কথা ভাবে। তারা বুঝতে পারে: চাইলেই তারা জমাকৃত সোনাদানার চেয়ে বেশি পরিমাণ রশিদ/অর্থ ছাপাতে পারে, এবং সেটা ধরে ফেলার সাধ্য কারোর নেই।

এভাবে তারা অতিরিক্ত টাকা ছাপানো শুরু করে এবং সেই টাকা ঋণ দিয়ে সুদ আয় করতে থাকে। এভাবেই 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং'-এর উন্মেষ ঘটে। এই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং পদ্ধতির মানে হলো ব্যাংক তার কাছে জমা থাকা রিজার্ভের তুলনায় বহুগুণ বেশি অর্থ ঋণ হিসেবে ছেড়ে সুদ আয় করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, ১,০০০ ডলার মূল্যের স্বর্ণ স্বর্ণকারের নিকট জমা থাকলে, চতুর স্বর্ণকার এর দশগুণ; অর্থাৎ, ১০,০০০ ডলারের নোট লিখে ঋণ দিতো এবং তার উপর সুদ আদায় করতো। এই ছলনা কেউ ধরতেই পারতো না দেখে স্বর্ণকাররা এই উপায়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে শুরু করে এবং সেই সম্পদ দিয়ে আরও সোনাদানা জড়ো করতে থাকে। এই চর্চাকে অর্থনীতির পরিভাষায় Fractional Reserve Banking নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোও তাদের তহবিলে জমা থাকা ডলারের তুলনায় 'অন্তত' দশগুণ বেশি ডলারের ঋণ দিতে পারে।[3] এভাবেই তারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে নেয়। আর বার্ষিক ৮% সুদের হারে তাদের জমা তহবিলের দশগুণ পরিমাণ ঋণ দেওয়ায় তাদের প্রকৃত সুদের হার ৮০% এ গিয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই যেকোন শহরে গেলেই আপনি দেখবেন ব্যাংকের অট্টালিকাগুলো সবচেয়ে উঁচু।

[3] এই প্রামাণ্য চিত্র ১৯৯৬ সালে তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে ব্যাংক গুলো ২০ গুণের চেয়েও বেশি টাকা শূণ্য থেকে তৈরি করে ঋণ দিতে পারে এবং এই সীমা দিন দিন কেবল বাড়ছেই।

তার মানে কি সব ধরনের সুদ ও ব্যাংকিং অবৈধ হওয়া উচিত? হয়তো। মধ্যযুগের ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের আইন অনুযায়ী ঋণের উপর যেকোনো ধরনের সুদ আরোপে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে দার্শনিক এরিস্টটল ও থমাস একুইনাসের পরামর্শ অনুসরণ করা হয়। তাঁরা শিক্ষা দেন যে, টাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রব্য বিনিময় সহজ করে জনগণের জীবন পরিচালনা সহজ করা। অর্থের এই মহৎ উদ্দেশ্যের সামনে সুদ একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়; কারণ, সুদ হচ্ছে অর্থ ব্যবহারের উপর একটি অবাঞ্ছিত বোঝা। অন্য কথায়, সুদ হচ্ছে যুক্তি ও নীতির বিপরীত।

চার্চের আইন অনুযায়ী ইউরোপে ঋণের উপর সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ ছিল এবং সুদ নেওয়া একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু, বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে মধ্যযুগের শেষের দিকে এই ধারণার প্রসার ঘটে যে, ঝুঁকি ও সুযোগ ব্যয় বিবেচনায় ঋণেরও একটি অস্পৃশ্য খরচ আছে। কাজেই, ঋণের উপর তখন 'অল্প পরিমাণে' মূল্য ধার্য করার অনুমতি দেওয়া হয় (যদিও তার বৈশিষ্ট্য বর্তমান যুগের সরাসরি সুদের মতো ছিল না)।

(সুদের ব্যাপারে যত মতবিরোধ থাকুক না কেন) একজন সৎ মানুষ, সে যেই ধর্মেরই হোক না কেন, দরিদ্রের উপর নিপীড়ন, ধোঁকাবাজি এবং অবিচারের সরাসরি বিরোধীতা করবে। অচিরেই আমরা দেখবো - Fractional Reserve Lending ব্যবস্থা সম্পূর্ণ জালিয়াতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যবস্থা ব্যাপক মাত্রায় দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং মানুষের হাতে থাকা টাকার মান চুরি করে ফেলে।

প্রাচীন স্বর্ণকাররা আবিষ্কার করে যে, সমগ্র অর্থনীতিকে—অর্থের আধিক্য ও সংকীর্ণতা—এই দুই ঋতুতে বিভক্ত করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। বিষয়টি এভাবে কাজ করে - যখন সুদের হার কমিয়ে তারা ঋণ নেওয়া সহজ করা হয়, বাজারে অর্থের প্রবাহ বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষ তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে বেশি করে ঋণ নিতে থাকে। কিন্তু, এরপর হঠাৎ পাশার দান উল্টে দিয়ে ঋণের উপর নানাবিধ শর্তারোপ করে বাজারে অর্থের জোগান সংকুচিত করে ফেলা হয়।

এর ফলে কী ঘটে? ঠিক আজকাল যা ঘটে তা-ই। কিছু লোক সর্বপ্রকার চেষ্টার পরও তাদের ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়াত্ব বরণ করে নেয় এবং নামমাত্র মূল্যে স্বর্ণকারদের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

আমরা এই বাস্তবতার মধ্যেই বসবাস করছি। পার্থক্যের মধ্যে এই যে: আমরা আদর করে এর নাম দিয়েছি “business cycle” (মন্দা ও চাঙ্গার দ্বৈরথ)।

৫ ট্যালি স্টিক

সিজারের মতো ইংল্যান্ডের রাজা 'প্রথম হেনরি' স্বর্ণকারদের হাত থেকে আর্থিক ক্ষমতা কেড়ে নিতে উদ্যত হন ১১০০ সালের দিকে। হেনরি তখন চাইলে ঝিনুক, পাখির পালক, এমনকি চমরি গাইয়ের গোবরকেও মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন দূরবর্তী প্রদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে বরঞ্চ ইতিহাসের এক উদ্ভটতম অর্থব্যবস্থা আবিষ্কারের প্রয়াস চালান। তার আবিষ্কৃত এই ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হয় 'ট্যালি স্টিক বা কাঠি সিস্টেম'।

'ট্যালি স্টিক' খ্যাত মুদ্রাটি টানা ৭২৬ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। অবশেষে ১৮২৬ সালের দিকে তা অচল হয়ে পড়ে। ট্যালি দিয়ে আর্থিক লেনদেন করার চর্চা মূলত স্বর্ণকারদের অপতৎপরতাকে রুখে দিতে অবলম্বন করা হয়। ট্যালি স্টিক ছিল বিশেষ এক ধরনের মসৃণ কাঠের লাঠি। এসব কাঠির একপাশে মূল্য নির্দেশক এক বা একাধিক খাঁজ কাটা থাকতো। তারপর, লাঠিগুলোকে লম্বালম্বিভাবে চিরে দুই ভাগে বিভক্ত করা হতো। এরপর, জালিয়াতি ঠেকাতে রাজা লাঠির একটি অংশ নিজের কাছে রাখতেন এবং অপর অংশটি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করে বাজারে ছেড়ে দিতেন।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের আদি শেয়ারমালিকদের একজন ট্যালিস্টিক দিয়ে তার প্রথম শেয়ার কিনেছিলেন। অন্য কথায়, তিনি বিশ্বের সবচে ধনী ও শক্তিশালী কর্পোরেশনের শেয়ার কিনেছিলেন নিছক একটি কাঠি দিয়ে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় হল: রাজা হেনরির ইচ্ছানুসারে প্রচলিত 'ট্যালি স্টিক' পদ্ধতির উপর মানি চেঞ্জারদের কোনো কর্তৃত্ব না থাকায় ১৬৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' একে আক্রমণ করে বসে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মানুষ কেন মুদ্রা হিসেবে লাঠিকে গ্রহণ করবে?

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইতিহাস জুড়ে মানুষ যা কিছুকেই মূল্যবান মনে করেছে তা নিয়েই ব্যবসায় আরম্ভ করেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। আজকের কাগজি মুদ্রা ঠিক এমনই; এটি নিছক কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু, আসল চালটা হল: রাজাধিরাজ হেনরি বুদ্ধি করে আদেশ জারি করেন যে কেবল 'ট্যালি' দিয়েই রাজকর পরিশোধ করা যাবে, অন্য কিছু দিয়ে নয়। এর ফলে বাজারে ট্যালির চাহিদা তৈরী হয়, এবং পর্যায়ক্রমে এটি হাত বদল হতে হতে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এই পদ্ধতি বেশ ভালোই চলতে থাকে। এমনকি ট্যালির মতো দীর্ঘদিন ধরে এত চমৎকারভাবে কোনো মুদ্রাই টিকে থাকতে পারেনি। বলা চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই ট্যালি সিস্টেমের উপর ভর করেই গড়ে উঠেছিল।

যাই হোক, মানি চেঞ্জাররা ধাতব মুদ্রা দিয়ে 'ট্যালি স্টিক সিস্টেম'কে বারবার আক্রমণ করলেও ট্যালি দীর্ঘদিন বাজার ধরে রাখতে সক্ষম হয়। অন্য কথায়, ধাতব মুদ্রা যদিও অর্থব্যবস্থা থেকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়নি, তবে 'কর প্রদানের সুবিধা' না থাকায় 'ট্যালি লাঠি'র আধিপত্যকে ধাতব মুদ্রা কখনো চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি।

অবশেষে পঞ্চদশ শতকে রাজা অষ্টম হেনরি সুদ আইনে শিথিলতা আনলে মানি চেঞ্জাররা তুরন্ত তাদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নেয়। তারা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার জোয়ারে সমগ্র বাজার ভাসিয়ে দেয়, যা টানা কয়েক দশক ধরে চলতে থাকে।

কিন্তু রাণী মেরি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে সুদের বিরুদ্ধে কড়াকড়ি আরোপ করেন। মানি চেঞ্জাররা এর জবাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মজুত করতে শুরু করে। ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে অকস্মাৎ ধস নামে। পরবর্তীতে মেরির সৎবোন 'রানী প্রথম এলিজাবেথ' সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ইংরেজ অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ইস্যু করা শুরু করেন[4] এবং ধীরে ধীরে মানি চেঞ্জারদের হাত থেকে অর্থ সরবরাহের ক্ষমতা খর্ব করতে থাকেন।

১৬৪২ সালের ইংরেজ বিপ্লব ধর্মীয় সাংঘাত থেকে শুরু হলেও অর্থব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চিন্তা এই বিপ্লবের পিছনে বেশ বড় ভূমিকা পালন করে; কেননা মানি চেঞ্জারদের অর্থায়নেই অলিভার ক্রমঅয়েল রাজা চার্লসকে সিংহাসনচ্যুত করতে সমর্থ হন এবং তাঁকে হত্যা করার মাধ্যমে পার্লামেন্টকে অপশক্তিমুক্ত করেন (ক্রমঅয়েলের মতে)। ক্রমঅয়েল অবিলম্বেই মানি চেঞ্জারদেরকে অর্থব্যবস্থা কুক্ষিগত করার সুযোগ করে দেন।

এর পরবর্তী ৫০ বছর মানি চেঞ্জাররা গ্রেট ব্রিটেনকে একের পর এক ব্যয়বহুল যুদ্ধে নিমজ্জিত করে রাখে। তারা লন্ডনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 'দ্য সিটি অফ লন্ডন' নামে খ্যাত এক বর্গমাইল আয়তনের একটি স্থাবরসম্পত্তি দখল করে নেয়। এই জায়গাটি আজও বিশ্বের প্রধান তিনটি আর্থিক কেন্দ্রের একটি বলে পরিগণিত। যাই হোক, স্টুয়ার্ট রাজাদের সাথে দ্বন্দ্বের জের ধরে ইংল্যান্ডের মানি চেঞ্জাররা তাদের ওলন্দাজ মিত্রদের সাথে মিলিত হয়। তারপর তারা সংঘবদ্ধ হয়ে অরেঞ্জ রাজ্যের প্রিন্স উইলিয়ামকে ইংল্যান্ড আক্রমণের অর্থ জোগান দেয়। তিনি ১৬৮৮ সালে স্টুয়ার্টদের উৎখাত করে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহন করেন।

[4] রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুদ্রা ইস্যু হওয়া এবং ব্যাংকারদের হাত থেকে মুদ্রা ইস্যু হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি বস্তু।

৬ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড

১৬শ শতকের শেষাংশে ইংরেজ অর্থনীতির সার্বিক অধঃপতন ঘটে। ফ্রান্স ও হল্যান্ডের সাথে দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে প্রায় বিরতিহীনভাবে চলমান লড়াইয়ের ফলে ইংল্যান্ডের তখন বিধ্বস্তপ্রায় অবস্থা।

উন্মত্ত আমলারা মানি চেঞ্জারদের সাথে হাত মিলায় এবং নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে তাদের কাছে ঋণের জন্য তদবির করতে থাকে। আমলাদের এই দুর্নীতির জন্য ইংল্যান্ডকে গলাকাটা দাম দিতে হয়— সহজ ভাষায় একটি বেসরকারি মালিকানাধীন কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনুমোদন দিতে হয়, যা একসময় ভয়ংকর রুপ নেয়। সেই ব্যাংকটি কেবল সাধারণ কাগজ ছাপিয়ে টাকা বানানোর অনুমতি পায় (এবং এই টাকা রাজাকে ধার দেয়)। বলা বাহুল্য, আলোচ্য এই ব্যাংকটিই হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের সকল বেসরকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রোল মডেল, যা 'ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড' নামে খ্যাত।

'এটি একটি সরকারি ব্যাংক' এই ধারণা জনমনে সেঁটে দিতে কূটকৌশলে এর নামকরণ করা হয়েছে এমনভাবে। আদতে কাজের ক্ষেত্রে এটি অন্য যেকোনো বেসরকারি কর্পোরেশনের মতোই প্রারম্ভিক মূলধন জোগাড় করে মানি চেঞ্জারদের কাছে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে।

কিন্তু এই শেয়ারহোল্ডারদের নাম কখনোই প্রকাশ করা হয়নি (এমনকি আজ পর্যন্ত না)। অপরদিকে শেয়ার কেনার জন্য ব্যাংকে সোয়া এক মিলিয়ন পাউন্ড অর্থমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা জমা রাখার কথা থাকলেও কার্যত তহবিলে পৌনে এক/০.৭৫ মিলিয়নের বেশি একটি কানা কড়িও জমা পড়েনি। তা সত্ত্বেও, ব্যাংকটি ১৬৯৪ সালে ঠিকই যথাযথভাবে অনুমোদন পেয়ে যায় এবং তহবিলের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থ ঋণ দিয়ে তাঁর উপর সুদ কামাতে থাকে (ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেম)।

এই সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংকটি ব্রিটিশ রাজনীতিকদের যাচ্ছেতাই পরিমাণ ঋণ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়; কেবল জনগণের করের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলেই হয়।

সুতরাং, ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে বৈধতা দেওয়ার মানে হল বেসরকারি ব্যবসায়িক লাভের জন্য মুদ্রার জালকরণকে বৈধতা দেওয়া। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড'-এর কাঠামোর উপর ভিত্তি করে বেসরকারি (স্বায়ত্তশাসিত, আধা সরকারি) কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে উঠেছে। এসব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এতটাই ক্ষমতা যে অল্প সময়ের মধ্যে তারা একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। যার ফলে শীঘ্রই সমাজ ধনতান্ত্রিক (ধনীদের দ্বারা শাসিত) রুপে আবির্ভূত হয়। এভাবে অর্থলোভী ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্রের মুদ্রাব্যবস্থা তুলে দাওয়া যেন মাফিয়াদের হাতে সেনবাহিনী তুলে দেওয়ার সমান। এই ধরণের স্বৈরাচার ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনে।

আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দরকার আছে, তবে আগে নিশ্চিত করতে হবে তা যেন বেসরকারি মুনাফাখোরদের খপ্পরে না পড়ে!

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চক্রান্ত যেন এক প্রকার গোপন ট্যাক্স এবং এই ব্যাপারে তারা স্বাধীন। খোদ সরকার চাইলেই মাত্রাতিরিক্ত করারোপ করে নিজস্ব আয় বাড়াতে পারে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ইচ্ছা তখন শূন্য থেকে টাকা তৈরি করে বন্ড কিনে (সরকারকে সুদে ঋণ দেয়)। তারপরে সেই অর্থ তারা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে। অর্থাৎ, নগন্য খরচে কাগজ ছাপিয়ে বানানো নতুন টাকা দিয়ে বন্ড কিনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিপুল পরিমাণ মুনাফা করে। এভাবে বাজারে নতুন নোটের আগমন ঘটলে বাকি নোটের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় (তাই প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের হাতের টাকার ক্রয়ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকদের নিকট হারায়)। এই ব্যবস্থায়, সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থ সহজে ঋণ পায় বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির কারণে জনসাধারণকে চরম মূল্য দিতে হয়। এই চক্রান্তের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাপারটা হল : হাজারে একজন লোকও কারসাজিটা ধরতে পারে না, কারণ তা অধিকাংশ সময় জটিল সব অর্থনৈতিক পরিভাষার আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে ইংল্যান্ড জুড়ে অর্থের জোয়ার ওঠে। সারাদেশে মূল্যস্তর এক লাফে দ্বিগুণে চড়ে বসে। দেখা যায়– কোনো প্রকল্প অযৌক্তিক ও অসঙ্গত হলেও অনায়াসেই বিশাল ঋণ বরাদ্দ পেয়ে যাচ্ছে। এমনকি একবার অযৌক্তিকতা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যখন মূসা আ. ও তাঁর অনুসারীদের তাড়া করতে গিয়ে মিশরীয় সৈন্যদের সাথে ডুবে যাওয়া সোনাদানা উদ্ধার করতে সারা লোহিত সাগর নিষ্কাশন করার প্রস্তাব আসে। ১৬৯৮ সালের দিকে সরকারি দেনা আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো বেড়ে প্রারম্ভিক ১-১/৪ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে ১৬ মিলিয়ন পাউন্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। এই বিশাল অংকের ঋণ পরিশোধ করতে স্বভাবতই সরকারকে বারবার পালা করে কর বাড়াতে হয়। মানি চেঞ্জারদের খপ্পরে পড়ে ইংরেজ অর্থনীতি উন্মত্ত রোলার কোস্টারের মতো উত্থান পতনের ঢেউয়ে উঠানামা করতে থাকে। অথচ প্রতিষ্ঠার সময় 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' এই অস্থিতিশীলতা প্রতিরোধ করবে বলে কথা দিয়েছিল।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সাবেক গভর্নর এডি জর্জ এ সম্বন্ধে বলেন:

❝দুটি বিষয় রয়েছে যা 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের মতো সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষেত্রেই সহজাত ও অপরিহার্য। এর প্রথমটিই হলো মুদ্রা মানের স্থিতিশীলতা অর্জন। ❞

যে যাই কিন্তু, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্রিটিশ পাউন্ড কখনোই স্থিতিশীল হয়নি।

এবার চলুন 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী' খ্যাত রথশিল্ডস পরিবারের কার্যকলাপের দিকে নজর দেওয়া যাক।

৭ রথসচাইল্ডদের উত্থান

গল্পটার শুরু জার্মানির ফ্র্যাঙ্কফুট শহরে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরে ১৭৪৩ সালে অ্যামশেল মোজেস বাওয়ার নামে এক স্বর্ণকার এখানে একটি দোকান খুলে। মোজেস তার দোকানের দরজার উপরে লাল ঢালে রোমান ঈগল অঙ্কিত একটি নিশান টাঙিয়ে দেয়। ফলে শীঘ্রই দোকানটি 'রেডশিল্ড ফার্ম' নামে পরিচিতি লাভ করে, জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'রথসচাইল্ড'।